দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 5 OCT 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাবজেল থেকে শিশুদের মুক্তি দিন

পবা'র মানব বন্ধনে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির সুযোগ নিশ্চিতের তাগিদ

স্টাফ রিপোর্টার : 'বিশ্ব শিশু অধিকার সপ্তাহ-০৯' উপলক্ষে আয়োজিত মানব বন্ধনে বক্তারা বলেছেন, ঢাকা মহানগরীর পারিবারিক পরিবেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিশুদের জন্য এক সাবজেলে পরিণত হয়েছে। দেশের অন্যান্য স্থানের অবস্থাও তেমন কোন সুখকর নয়। ঢাকা শহরের ছোট খুপরির মতো অধিকাংশ স্কুলে অনেক শিশু এক সাথে গাদাগাদি করে শিক্ষা নিচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নেই কোন পর্যাপ্ত খেলার মাঠ। বাসা-বাড়ীতে সারা দিন শিশুরা আটকা থাকছে, খোলা জায়গা বা খেলার জায়গা না থাকার কারণে। ফলে শিশুরা আটকা পড়েছে টিভি কার্টুন আর কম্পিউটার গেমস-এর বেড়াজালে। আমাদের পর্যাপ্ত খেলার জায়গা না থাকায় শিশু-কিশোররা ঘরে বসে ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়ছে। হচ্ছে মস্তিস্ক নির্ভর খেলায় ব্যস্ত, শরীর নির্ভর খেলা ভুলে যাচ্ছে। শারীরিকভাবে অলস হয়ে যাচ্ছে। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে না। এতে প্রায় শিশুরা খিটখিটে মেজাজের, অপরিপক্ক আচরণ এবং বিপথগামী পথে চলে যাওয়ার আশঙ্কা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আজকের শিশু আগামী দিনের নেতা, নীতি-নির্ধারক এবং যে কোন দেশের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ। শিশুদের সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিক/শারীরিক বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব না হলে রাষ্ট্র যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পাশাপাশি সার্বিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) এর উদ্যোগে গতকাল (রোববার) প্রেসক্লাবের সামনে সকালে এ মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানব বন্ধনে উপস্থিত ছিলেন- পবা'র চেয়ারম্যান আবু নাসের খান, কবি মিজি হক, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ যাদব চন্দ্র সাহা, সেগুনবাগিচা হাই স্কুল'র প্রধান শিক্ষক এ কে আলী ইমাম, সাভার উপজেলা সমিতির সভাপতি ক্ষীরদ রায়, নগরবাসী সংগঠনের সভাপতি হাজী আনসার আলী, পবা'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ইয়াকুব আলী, গাজী মুহফুজ কবীর প্রমুখ।

পবা চেয়ারম্যান আবু নাসের খান বলেন, প্রতিটি শিশুরই রয়েছে শৈশবের উপর অধিকার এবং সে যাতে অসৎ ব্যবহার মুক্ত, অবহেলার শিকার না হয়, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে- তার নিশ্চয়তা বিধান করা জরুরী। একটি শিশুর যেমন প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অবিরাম সমর্থন- তেমনি তার প্রয়োজন ভালবাসা, আশা এবং উদ্দীপনার। এ সব বিষয়কে অবলম্বন করেই শিশুরা সুস্থ পূর্ণ বয়স্ক নাগরিকে পরিণত হতে পারে। শিশুদেরকে সব সময় আদেশ নিষেধের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখলে চলবে না; তারা যাতে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারে তারও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।